তারিখ ... 07 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষা প্রশাসনের নির্দেশনা ও সুপারিশ মানছে এক-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠান

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন নির্দেশনা ও সুপারিশ আমলেই নিচ্ছে না ১৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আংশিক নির্দেশনা অনুসরণ করছে মাত্র ৪৭ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাকি ২৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বা প্রায় এক-চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন নির্দেশনা পুরোপুরি অনুসরণ করছে। ফলে শিক্ষার মানের আশানুরূপ উন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষার মানোন্নয়নের একটি প্রকল্পের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের সর্বশেষ 'একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্টে' এসব তথ্য উঠে এসেছে। একাডেমিক সুপারভিশন প্রতিবেদন প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে আসছেন কিনা, ক্লাস নিচ্ছেন কিনা, প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষা প্রশাসনের নির্দেশনা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) তদারক করছেন কিনা, প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, শিক্ষার্থীদের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতসহ বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয় সম্পর্কে এই প্রতিবেদন করা হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

মাউশি নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ ও নির্দেশনা দেওয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। মাঠপর্যায়ে এসব সুপারিশ ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারক করছেন উপজেলা মাধ্যমিক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা।

সরকারের নির্দেশনা ও সুপারিশ বাস্তবায়নের হার কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক ইলিয়াস হোসেন বলেন, কিছু প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। সুপারিশ বাস্তবায়ন করে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর পরও যারা সচেতন নন, তাদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা অঞ্চলে এক হাজার ৩৩৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা ও সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে ৬০৫টি প্রতিষ্ঠানে। এর শতকরা হার ৪৫ দশমিক ২৮ শতাংশ। আংশিক বাস্তবায়ন করেছে ৭৯২টি বিদ্যালয়। এর শতকরা হার ৫৯ দশমিক ২৮ শতাংশ এবং একেবারেই বাস্তবায়ন হচ্ছে না ২৮৮টি বিদ্যালয়ে, যার শতকরা হার ২১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ময়মনসিংহ অঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে ৫৬৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬ দশমিক ১৭ শতাংশ। আংশিক বাস্তবায়নের হার ৬৩ দশমিক ১৪ এবং ৩১ দশমিক ৯২ শতাংশ বিদ্যালয়ে একেবারেই বাস্তবায়ন হয়নি সরকারের নির্দেশনা।

সিলেট অঞ্চলে ৪৫৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। এ অঞ্চলে ৫০ দশমিক ৪৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান আংশিক এবং ১৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বিদ্যালয় কোনো সুপারিশই বাস্তবায়ন করছে না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৫৪৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছে ১৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আংশিক সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে ৫৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ১২ দশমিক ৮৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান কোনো সুপারিশ ও নির্দেশনা আমলে নেয়নি।

রংপুর অঞ্চলে ১ হাজার ১৪৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছে ৩৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ, আংশিক বাস্তবায়ন করেছে ৪০ দশমিক ৫১ শতাংশ এবং বাস্তবায়ন করেনি ১৩ দশমিক ৩০ শতাংশ।

খুলনা অঞ্চলে সুপারিশ করা ১ হাজার ২৬৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সব সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে ১৭ দশমিক ২১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান। আংশিক সুপারিশ বাস্তবায়নের ৭১ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ বিদ্যালয় কোনো সুপারিশই বাস্তবায়ন করেনি।

বরিশাল অঞ্চলে সুপারিশকৃত ৬৯৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছে শতকরা ২৬ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আংশিক সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৫১ দশমিক ০৮ শতাংশ এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি ১৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ বিদ্যালয়। কুমিল্লা অঞ্চলে সুপারিশকৃত ৬১৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সুপারিশ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করেছে ২৭ দশমিক ২০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান। আংশিক বাস্তবায়নের হার ৩৩ দশমিক ০৬ শতাংশ এবং সুপারিশ একেবারেই বাস্তবায়ন হয়নি ১৩ দশমিক ১৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে।